অস্ত যাচ্ছ, আলো?

শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

এভাবে চুরি যায় চেয়ে-থাকা তথাগত চোখ
এভাবে অশথ ওঠে পুরোনো প্রাসাদের গায়
এভাবে নিভে যায় কিশোরী মায়ের গান
এপথেই প্রিয়তম আলোটি হারায়

ছায়া

অস্ত যাচ্ছ, আলো?

জীবনমুদ্রায় ফুটে ওঠে ভয়।
রথচক্র গড়ে ওঠে শেষের আকাশে
গোধুলির প্রান্তরে গড়িয়ে যায়।
ধুলো ওড়ে। ঘরের পথে নামে
শহরগ্রাম, লণ্ঠন দুলে ওঠে শ্রান্ত পায়

ব্যাকুল ছায়া তার লণ্ঠন ছেড়ে
ছুটে চলে, আলোর পিছু পিছু, নিঃসহায় ...

রাত্রি - ১২: ৪২
০৯/০৭/২০১১
চন্দননগর।

ত্যাগ

অস্তে চলেছে আলো,
নিঃসাড়ে। এখানে তার বড়ো গ্রহণের ভয়।
দাঙ্গায় জ্বলেছে কুটির, পাঠশালা
নিথর বোধহীন শুয়েছে সময়।

পায়ে পায়ে ফিরে চলে আলো।
নিঃস্ব গৃহের ধুলো মেঘে মেঘে রঙিন আবীর
কোথায় রেখে গেলে আমাকে একলাটি

যখন গোটা দেশ সৈন্যশিবির !

রাত্রি - ১২: ৪৬
০৯/০৭/২০১১
চন্দননগর।

নিঃস্ব

বিকেল পড়ছে, তুমি গুছিয়ে নিচ্ছ।
একে একে ফিরছে পাড়াঘর,
শুধু তোমারই ছেড়ে যাওয়ার টান।
মা পায়ে পায়ে সদরদুয়ারে। দূগ্‌গা দূগ্‌গা ...
নরম আঁচলটুকু জড়ানো গলায়

বিকেল গোধূলি পার
তুমি একেবারে চলে যাও আলো

তবে আমরা সাজাব কাকে তুলসিতলায়?

সকাল - ১১: ০৭
১৭/০৭/২০১১
চন্দননগর।

ভাসান

দূর্বা ছড়িয়ে রাখি পথে।
তোমার ফিরে যাওয়ার পথ,
ফুলপাখি আলপনায় ভরে দিই।

তোমার চুলে এঘরের খড়,
পদপাতে বালিকার চুড়ির আওয়াজ
চলে যে যেতে চাও, কোথায় যাবে?
আমি পাঠশালে যাই, ছোটো বোনটা
কাপড়ের খুঁট ধরে পিছু পিছু আসে।

দিকদিগন্তের পাড়ে তোমার পাঠশালা।
সৌরঅক্ষরমালা কিছুই বুঝি না
তবু যেখানেই যাও, ফিরে দেখো

তোমার রশ্মি ধরে ঠিক ভেসে আছি !

সকাল - ১০: ৫৩
১৭/০৭/২০১১
চন্দননগর।

বোধ

দেখো, কেমন মৃতবৎসা লাগে ঐ আলোকবিহীন,
জলের ধারে গেলে ছায়াও পড়ে না। পুষ্পপত্রহীন
পাথরের গাছপালা ঘিরে দাঁড়ায়, তাদের শাখায়
বল্কলে কর্কশ তুহিনের ক্ষত। এমনই কোনো এক
শিরীষের ডালে, আমাদের পাখিগুলি বাসা বেঁধেছিল।

এদেশে আজও আসে সুধীর বাতাস, যেন খুব অতিথির মতো
অচেনা পথঘাট, ঝুঁঝকো আঁধারে, এলোমেলো ঘুরে
ফিরে যায়। তার হাতে ধরা নীল এক বাঁশি, আর
সমস্ত সুরভরা গান আজ কূলপ্লাবী ছড়ানো আজান।

আলো চলে যায়। রক্তে একে একে সংঘাত জাগে।
গুঁড়ো হয় হর্ম্যের সারি। জন্মের ধুলোমাখা ঋণ
ঋষিবালকের বেশ ছেড়ে এসে দাঁড়ায় সম্মুখে
দেহে দেহে রণসাজ, সহস্রহাত সব অস্ত্রে সাজানো

সবচেয়ে উঁচু সাজা শির তোমার কাছেই নতজানু
আলো, সে তো তুমি ভালো থেকে জানো

রাত্রি - ০১: ১৭
১১/০৭/২০১১
চন্দননগর।

ক্ষয়

শাঁখ বাজে চরাচরে
ধুলোপায়ে যায় আলো
ছায়াপুতুলের সারি
ঘুম ভাঙে, সাঁঝ হল
শ্রান্ত মানুষ মাঠে
শেষবার ছুঁয়ে নিও
ধুলোঘামমাখা আলোর
অস্ত উত্তরীয়
ডানামুড়ে বসে ঘর
শ্বাস পড়ে ছাইকালো
কবরের ঢাকা খোলে
কে ওদের জাগাল?
ওদের ভীষণ মুখ
গর্তে গর্তে গড়া
গর্ত নয় তো, খাদ
হাঁমুখে টানছে পাড়া
ভূমিজল কাঁপে পায়ে
আজানে দুহাত তুলি
অদৃশ্য নির্দেশে
শানে ফেটে যায় খুলি
সেই শব্দেরা জাগে
শহরগঞ্জে গ্রামে
আলো হারানোর শাপ
ধমনীশিরায় নামে
আকাশে ছাইয়ের স্তূপ
তারাহত্যার রাতে
এইবার থাবা ঘরে
ছায়া পড়ে শাদা ভাতে

লণ্ঠনে লণ্ঠনে
ভেঙে চৌচির আলো
দিকে দিকে ক্রুর খাঁড়া
নেমে আসে জমকালো

রাত্রি - ০১: ০৭
১১/০৭/২০১১
চন্দননগর।

জলঝারি

অভিমানী হাতে ভেঙে দিলে জলঝারি
জেনেছ আমার কথা ছিল না কি কোনো?
ভাবতাম তুমি গাছপালা ভালোবাসো
মুখ ফুটে তাই বলিনি কক্ষনও

ভোরবেলা রোজ দোর খুলে তুমি নামো
আমি ঘুম ভাঙি শিশিরে শিশিরে মাখা
দেখি ভেসে আসো সিঁদুরকাঠের বীণা
দেহঢাকা এক অপরূপ আঙরাখা

সে এক বাগান পাখামেলা গাছপালা
ডাকনাম আছে, শিকড়ের নেই খোঁজ
ঠিক ফিরে আসে ভোরের ঝরনাতলে
রাজার কাছেই ভিজে নেওয়া চাই রোজ

পুরনো নামেরা পলি দিয়ে যেন গড়া
তোমার ঠোঁটেই সেই জন্মের মাটি
ছেড়েছ কবচ হেলায় ভিক্ষু রাজা
কোন গাছ নেবে, তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি

তুমি কি কখনও ভুলে যাবে সেই স্নান
নিষ্পাপ ঝোরা, রূপোর নক্সা আঁকা
ভোরপাখিরাও আমাদের দলে ছিল

আজ জল আসে, খিড়কি দুয়ারে, একা

আর সেদিনের নৌকার মেলা ঘুরে
ভাত জুটেছিল পাখির বাসায় এসে
আজ সেই বাসা স্রোতস্বীনির টানে

আলোছায়াকথা শোনায় দেশে দেশে

সকাল - ১১: ৩২
১৯/০৭/২০১১
চন্দননগর।